পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক বা উপাদানসমূহ -

যে সমস্ত উপাদানের দ্বারা কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রভাবিত হয়, তাদের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক উপাদান বলা হয়। পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারক উপাদান সংখ্যায় বহু ও বিচিত্রধর্মী। তাই কোন একটি মাত্র উপাদানের দ্বারা কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয় না। পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক উপাদানের মধ্যে কোন কোন উপাদান একটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মুখ্য উপাদান এবং অন্য কোন উপাদান গৌণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

এই প্রারম্ভিক মন্তব্যের পর কোন দেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুখ্য নির্ধারক উপাদান সমূহ নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

১) ভৌগোলিক অবস্থান - পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক উপাদান হল ভৌগোলিক অবস্থান। কেননা কোন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং ভৌগোলিক অবস্থান সে দেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাববিস্তার করে। রাষ্ট্রের আয়তন, জলবায়ু এবং ভূ-প্রকৃতি পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে এবং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন - গ্রেট ব্রিটেনের দ্বীপসদৃশ অবস্থান সে দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে/বিদেশনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। আবার ফ্রান্স এবং জার্মানীর মত দুটি শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ও ভৌগলিক অবস্থানের গুরুত্ব প্রভাব সুস্পষ্ট।

সমৃদ্ধ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর এমন রাষ্ট্র পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করে যেরূপ স্বাধীনতা প্রাকৃতিক দিক থেকে দুর্বল এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল কোন দেশের পক্ষে ভোগ করা সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালি ইত্যাদির মত রাষ্ট্র প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে।

~~(b) কোনও~~

(৫) মতাদর্শ – কোনদেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতাদর্শগত উপাদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোন রাষ্ট্রের জাতীয় মূল্যবোধ বা জাতীয় আদর্শের দ্বারা সেদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রভাবিত হয়ে থাকে।

৬) সামরিক শক্তি – কোন দেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সামরিক শক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোন সামরিক শক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দ্বারা পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে তোলা কষ্টকর হয়। তাই সামরিক শক্তিতে বলিয়ান রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি দুর্বলরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির তুলনায় শক্তিশালী হয়।

সুদক্ষ প্রশাসন ও বিজ্ঞের উপাদান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৯৩) জাতীয়তাবাদ - বৈদেশিক নীতির নির্ধারক রূপে বর্তমান যুগে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতভাবে বর্তমানে জাতীয়তাবাদ অনেক রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিকে এক নতুনমাত্রা প্রদান করেছে এবং এই মাত্রা রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিকে নতুন পথে পরিচালিত করছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে কোনদেশের বৈদেশিক নীতি একটিমাত্র উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। বরং একটি দেশের বৈদেশিক নীতি- হল ও বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তবে কোন বিশেষ দুএকটি উপাদান প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। আবার পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে গৌণ উপাদান গুলি মুখ্য উপাদানে পরিণত হতে পারে।

২) জনসমষ্টি – জনসমষ্টিকে পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক উপাদান রূপে গণ্য করা হয়। কারণ জনসমষ্টি রাষ্ট্রের শক্তিমত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যে রাষ্ট্রের জনসমষ্টি যত বিশাল তার পক্ষে তত বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব। তাছাড়া কৃষি ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তির উপস্থিতি বা যোগান জনবহুল দেশগুলিকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হতে সহায়তা করে।

৩) ঐতিহাসিক পটভূমি ও ঐতিহ্য – ঐতিহাসিক পটভূমি ও ঐতিহ্য নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি রাষ্ট্রের তার আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ঐতিহ্য সংস্কৃতি সভ্যতা প্রথা ইত্যাদির সাথে সঙ্গতি রেখে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে, অর্থাৎ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিটি জাতি তার পররাষ্ট্রনীতি গঠন করে। যেমন – যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল তা এই ঐতিহাসিক ঔত্তরাধিকার উভয়দেশের মধ্যে বৈরীতার সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে।

৪) অর্থনৈতিক সম্পদ – অর্থনৈতিক সম্পদ দ্বারা পররাষ্ট্রনীতির প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ